দৈনিক খবর

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ ... 19 APR 1989 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কৃষি শিক্ষায় সমস্যা

।। দেওয়ান রাশীদুল হাসান ।।

বাংলাদেশে কৃষি ক্ষেত্রে গুরুত্বের সংগে কৃষি সম্পর্কিয় বর্তমান রাষ্ট্রীয় নীতিমালা সহায়ক সম্পর্কযুক্ত নয়। যেখানে জাতীয় আয়ের প্রায় ষাট ভাগ কৃষি খাত থেকে আসে সেখানে এ খাতে ব্যয় বরাদ্দ শতকরা ছয় ভাগ। বাংলাদেশে কৃষি উন্নয়নে এটি প্রধান অন্তরায় বলে "কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডঃ আনোয়ারুল ইসলাম সম্প্রতি এক সেমিনারে এ অভিমত ব্যক্ত করেন।

প্রাগৈতিহাসিক কাল হতে বাঙালীরা কৃষি নির্ভর হলেও এ দেশে এই লোকায়িত বিজ্ঞান শিক্ষার কোন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ছিল না। ইংরেজরা প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা চালু করে এক্ষেত্রে আধুনিক যুগের সূচনা করে। বেলগাছিয়া ভেটেরিনারী কলেজ ও তেজগাঁও কৃষি কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আধুনিক প্রাতিষ্ঠানিক যে কৃষি কলেজ শিক্ষার পত্তন বাংলাদেশে হয় তা আজ একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, একাধিক কলেজ ও বহুসংখ্যক গবেষণা প্রতিষ্ঠানে বিকাশ লাভ করেছে।

১৯৭২-৭৩ সনে কৃষি গ্রাজুয়েটদের মর্যাদার যথোচিত স্বীকৃতি হওয়ায় কৃষি শিক্ষায় মেধাবী ছাত্রদের প্রবাহ বিপুল বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া, গত ১৫-১৬ বৎসরে বিপুল সংখ্যক মেধাবী কৃষিবিদ বৈদেশিক উচ্চতর শিক্ষা অর্জন করে কৃষি শিক্ষা, গবেষণা, সম্প্রসারণ ও প্রশাসনে যোগ দেওয়ায় কৃষি বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রে জনশক্তির ব্যাপক মানোন্নয়ন হয়েছে। বস্তুতঃ কৃষির উন্নয়নের জন্য শিক্ষিত জনশক্তির অভাব এখন সমস্যা নয়। ডিগ্রীপ্রদ কৃষি শিক্ষার পাঠ্যক্রম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন ও প্রচলন করেছে তা আধুনিক। কিন্তু কৃষি উন্নয়নে এই শিক্ষা ফলপ্রদ না হওয়ার কারণ বলা যায়ঃ ১। কৃষি শিক্ষা পদ্ধতির দুর্বলতা ২। সুযোগ সুবিধার অপ্রতুলতা এবং ৩। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা। মূলতঃ বৈদেশিক উপদেশ ও পৃষ্ঠপোষণ, বহু কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান চালু হলেও কৃষি গবেষণা দেশের চাহিদা মেটাতে শোচনীয়ভাবে অপারগ থেকে গিয়েছে যার প্রধান কারণগুলো হচ্ছেঃ ১। গবেষকদের অসাধুতা ২। সঠিক সমস্যা চিহ্নিতকরণের ব্যর্থতা ৩। প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব ৪। গবেষণা মূল্যায়নের ব্যবস্থাহীনতা ও সকল গবেষকদের সম্মান প্রদানে ব্যর্থতা ৮। শ্রমিক অসন্তোষ ও সমাজ বিরোধীদের উৎপাত। একটি গণমুখী সরকারই এইসব সমস্যা সমাধানে সক্ষম।

ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীতে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রী

ভেটেরিনারী শিক্ষা ও গবেষণা পর্যালোচনাকালে প্রফেসর ডঃ মোঃ মনসুর আমিন বলেন, পশু স্বাস্থ্য ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষা সূচী পাঠ্যক্রম বাস্তব শিক্ষা হিসাবেও গণ্য হবে।

পেশামূলক ও বৃত্তিমূলক হওয়া সত্ত্বেও ভেটেরিনারী শিক্ষা বর্তমানে অনেকটা চাকুরীকেন্দ্রিক রূপ নিয়েছে। শিক্ষার্থী ও অভিভাবক উভয়ের মাঝে সৃষ্ট সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক ধ্যান ধারণাই এর মূল কারণ। এ দুর্বলতা নিরসনকল্পে প্রায়োগিক শিক্ষার অধিক সুযোগ সৃষ্টি, শিক্ষা সূচী ব্যবস্থাপনার ত্রুটি সংশোধন এবং ডিগ্রী প্রদানের পূর্বে মাঠ পর্যায়ের নিবীড় প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অত্যাবশ্যকীয় করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

গবাদি পশুর উন্নয়ন, উৎপাদন, ব্যবস্থাপনা, রোগ প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে এবং বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একটি বাস্তব ও ভারসাম্য নীতি প্রণয়ন করে গবেষণার বিষয়বস্তু, পরিধি ও গভীরতা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। সরকারী গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণামূলক উচ্চতর ডিগ্রী কিংবা গবেষণা প্রকল্পসমূহ সমন্বিতভাবে এ নীতির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে গবেষণা কাজ পরিচালনা করা উচিৎ। অন্যথায় শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ কর্মকান্ডে জ্ঞানের উন্মেষ, সৃজন ও প্রসারতা সৃষ্টির পরিবর্তে এক দুঃখজনক বন্ধ্যাত্বের আবর্তে নিমজ্জিত হতে থাকবে।